দ্বাদশ অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার অক্টোবর ২০০৫ থেকে তিন বছর মেয়াদি জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (NSAPR) বাস্তবায়ন করছে। এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জন তথা দেশের হত দরিদ্র লোকের সংখ্যা কাঙ্খিত মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে ব্যয়

দরিদ্র জনগাষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার সামাজিক খাত উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থ বিনিয়োগ করে আসছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে বিগত কয়েক বছরের বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। সরকার বাজেটে স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নেও যথেষ্ট বরাদ্দ রেখে থাকে। বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়ন অর্থাৎ প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তাররোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রাখছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে নিম্নের সারণি ১২.১ ও লেখচিত্র ১২.১ এ দেখানো হ'ল। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.১ঃ কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দের (রাজস্ব ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৪৮৫০	৫৪৩০	৬০৭৯	৬০৬৩	৬৭৩৬	৭০৬৩	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	২০৮০	২৩৬৩	২৬২৭	২৬৪৯	২৭৯৭	৩৪৪৫	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	১৭৬	২২৪	২৪৮	২১৭	২৫৩	২৫৭	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৮	৪৬	৫৪	১৩৩	৭০	৫৬	৯০	১০৬	৯৬	১১৯
সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২৫৫	২৯৪	৩২২	৩৫৪	৪৮৪	৭১৩	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৭৪	১৭৮	২০৫	২০১	১৮৩	১৬৩	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯
মোট বরাদ্দ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	**৭৪৭৩**	**৮৫৩৫**	**৯৫৩৫**	**৯৬১৭**	**১০৫২৩**	**১১৬৯৭**	**১২৩৯৫**	**১৫৭২৫**	**১৮৩২৯**	**১৯৮১৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। তথ্যসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

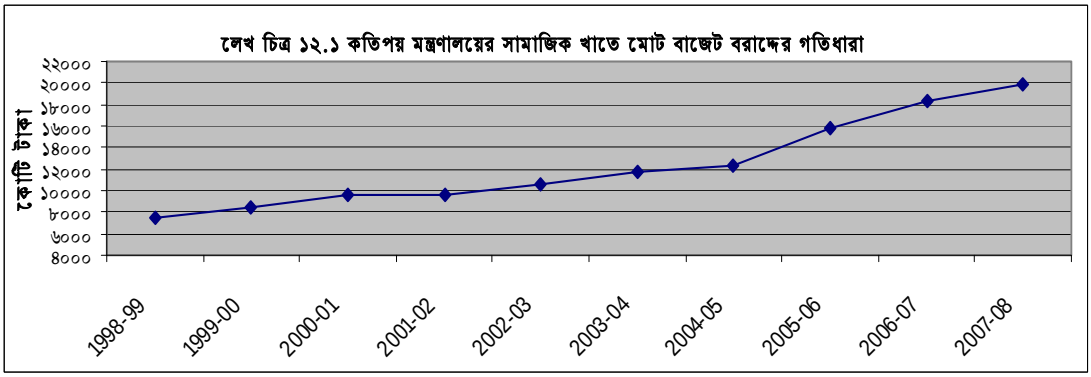

শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম

শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে MDG এবং PRSP-এর আলোকে সরকার মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারি বাজেটের প্রায় ১৫ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতের (প্রাথমিক শিক্ষাসহ) উন্নয়নে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে যথাক্রমে ১৩১৫.৮৫ ও ৫১৯০.৪৮ কোটি টাকা সমেত মোট ৬৫০৬.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট ৬৭টি উন্নয়ন প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন আছে তন্মধ্যে ৪৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সাব-সেক্টরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৪৫ শতাংশ বরাদ্দ আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ১০টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষার্থী উপ-বৃত্তি, মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের যে সকল উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এ রকম ৩০৬টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে ৬৩টি উপজেলায় মডেল স্কুল নির্বাচন করা হয়েছে, শীঘ্রই এগুলোর উন্নয়ন কাজ শুরু করা হবে। Secondary Education Sector Development Project- এর আওতায় দেশের পশ্চাৎপদ এলাকায় নতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মেয়েদের পাশাপাশি দরিদ্র ছেলেদেরও বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আগামী জুলাই, ০৮ হতে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ Secondary Education Quality and Access Ehancement Project গ্রহণ করা হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশে এম.পি.ওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ১৫,৪৯৮টি, কলেজের সংখ্যা ২,৪০৩টি এবং মাদ্রাসার সংখ্যা ৭,৩৪৬। এছাড়া ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও বিএমসহ মোট এম.পি.ওভুক্ত প্রাথমিকোত্তর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬,৩৩৫টি । এ সকল প্রতিঠানে এম.পি.ওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪,৮২,৮৯৬ জন। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ বেতন, বাড়িভাড়া ও উৎসব ভাতা প্রদান করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এখাতে ৩,৩৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

কারিগরি শিক্ষা

জাতীয় উন্নয়ন অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাকে অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হ'লঃ শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ ট্রেনিং), কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, কর্মসূচির প্রসার ও গুণগতমান উন্নয়ন ইত্যাদি। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ১২টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ২০৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, এ সকল প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে। এ বিষয়ে মেয়েদের ভর্তির হার অত্যন্ত নগণ্য। মেয়েদের ভর্তির হার বাড়ানোর জন্য মেয়েদের জন্য উপযোগী ট্রেড কোর্স চালু করা হচ্ছে। দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে ডবল শিফট চালু করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদের জন্য

আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশী-বিদেশী বাজার চাহিদার সাথে মানানসই ট্রেড কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় সদরে ৩টি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রের সাথে কারিগরি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি, কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও এ শিক্ষা খাতের সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য ইসি ও আইএলও-এর সহায়তায় "Technical & Vocational Education & Training Reform in Bangladesh" -শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এডিবির আর্থিক সহায়তায় Skill Development Project -শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

D"PwK¶v

সরকার দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২" পাশ করে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে ৪টি বিআইটি'কে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করায় ও কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সরকারি খাতে চালু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬টি-তে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। Higher Education Strategic Plan 2006-26-এর আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শিক্ষার গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Higher Education Quality Enhancement -শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

নারী শিক্ষার উন্নয়ন

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা ব্যতীত বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেণ্ডার বৈষম্য বিলোপ করতে সমর্থ হয়েছে। এই স্তরদ্বয়ে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে ১৯৯৪ সালে প্রবর্তিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছাত্রীবৃত্তি উল্লেখযোগ্য। এর ফলশ্রুতিতে বর্তমানে প্রতি ১০০ ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৫২ জন মেয়ে এবং ৪৮ জন ছেলে ভর্তি হয়ে থাকে। উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহের আওতায় বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি, পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ছাত্রী উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর থেকে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে; এতে বাল্যবিবাহ রোধে, প্রজনন হার হ্রাসে ও প্রজনন বিরতি বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখছে।

সংস্কারমূলক কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে "জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ" (এনটিআরসিএ) গঠন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পর এনটিআরসিএ নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। উল্লেখ্য, এনটিআরসিএ বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিবন্ধন করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানের performance-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও মুদ্রণ বেসরকারিকরণের কারণে বেসরকারি প্রকাশকদের প্রতিযোগিতার ফলে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে School Based Assessment পাইলট ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও সরকারি অর্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য Independent Inspection Body (IIB) নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals) এবং সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কারণেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা খাতে গুরুত্বারোপ করে এখাতে অধিক হারে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। বর্তমান অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৭৬৮.৮৫ কোটি টাকা।

সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে ডাকার ঘোষণা অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে- উপবৃত্তি প্রকল্প, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২), রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২।

বাংলাদেশে ২০০১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬২,৩৩৮টি। এ সংখ্যা বর্তমানে (২০০৭) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০,৪০১টি (মাদ্রাসাসহ)। এ সময়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (৩৭,৬৭১টি) প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৫৭৮-তে (মাদ্রাসা বাদে) দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫১:৪৯। বর্তমানে তা প্রায় ৫০:৫০-এর উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ২০০১ সালে ৩৭.৬ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৪৯.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৬-২০০৫ পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার সারণি ১২.২ তে দেখানো হলো।

সারণি ১২.২ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (১৯৯৬-২০০৫)

বছর	মোট (লক্ষ)	ছাত্র		ছাত্রী	
		সংখ্যা (লক্ষ)	(%)	সংখ্যা (লক্ষ)	(%)
১৯৯৬	১৭৫.৮০	৯২.১৯	৫২.৪	৮৩.৬১	৪৭.৬
১৯৯৭	১৮০.৩২	৯৩.৬৫	৫১.৯	৮৬.৬৭	৪৮.১
১৯৯৮	১৮৩.৬১	৯৫.৭৭	৫২.২	৮৭.৮৮	৪৭.৮
১৯৯৯	১৭৬.২২	৯০.৬৫	৫১.৪	৮৫.৫৭	৪৮.৬
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩	৫১.১	৮৬.৬৯	৪৮.৯
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০	৫১.০	৮৬.৬৯	৪৯.০
*২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২	৫০.৩	৮৭.২০	৪৯.৭
*২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯	৫০.৮	৯০.৭২	৪৯.২
*২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭	৫০.৪	৮৯.০৬	৪৯.৬
*২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১	৪৯.৮৭	৮১.৩৪	৫০.১৩

সুত্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০০৫ পরবর্তী তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি)।

* ২০০২-০৫ সনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সাথে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত আছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করা, স্কুল সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৫০ঃ৫০।
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেবেল ইমপ্রুভমেন্ট প্লান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্লান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭ এপ্রিল ২০০৫ 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' গঠন করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল, কার্যকর, কর্মমুখী করার প্রয়াসে ২রা জানুয়ারী, ২০০৬ তারিখে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছে।
- নভেম্বর ২০০৭ -এ সিডর বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ দ্রুততম সময়ে মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।
- দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের ৩৩ লক্ষ নব্য সাক্ষরের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নব্য সাক্ষরদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের আয় সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;
- ৬টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ২ লক্ষ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানসহ জীবনভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে;
- নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০০৭ সালে সারাদেশে এক সাথে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০০৭ সালে বন্যায় ও নদী ভাংগন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ প্রকল্প ও ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং কর্মসূচি নামে দুটি প্রকল্প সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অবকাঠামোর ভূমিকা ব্যাপক। ২০০৭-০৮ অর্থবছর ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২,০৮৮টি বিদ্যালয়ে ২ কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১৯০৪টি সরকারি ও ১০৫০টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে। নভেম্বর ২০০৭-এদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপর বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় (সিডর)-এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ মোট ৭৮৪টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং ৩,৭০৫টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ১,৩৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন ও ৩,১৮৭টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

বৃত্তি

বর্তমানে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ৩০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৭০.৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকার বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে টেলেন্টপুল বৃত্তি ২০,০০০টি এবং সাধারণ বৃত্তি ২৫,০০০টি-তে উন্নীত করেছে। দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের

লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের এস এস সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ৪০০ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। ২০০৭ সালে ৫ কোটি ২১ লক্ষ এবং ২০০৮ সালে ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূণ্যপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-২ এর আওতায় ১৯,৭৬০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।এ ছাড়াও রাজস্ব খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১৪৩৫ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে রাজস্বখাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি-২ এর আওতায় আরও ১৬,০০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে অথবা পারিবারিক সহায়তাকারী হিসেবে নিয়োজিত রাখে। বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদী চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৩৩১২.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ৯' -শীর্ষক একটি প্রকল্প (২০০২-২০০৮) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রায় ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ৬০টি উপজেলায় ৩৮৩.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষ শিশু ২০০৪ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত উপজেলায় প্রায় ১১ হাজার শিখন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যাতে সুযোগ বঞ্চিত ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৩.৫২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ২৫,৭০০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পড়ানো হয় এমন কেন্দ্রে বার্ষিক ৩০,৯৫০ টাকা হারে অনুদান দেয়া হচ্ছে । ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত মাথাপিছু ৫০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মাথাপিছু ৬০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে । এছাড়া ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর শিশুরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ২০০ টাকা এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেনীর শিশুরা এ বাবদ ২৫০ টাকা হারে পাচ্ছে। এভাবে ১ম হতে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বছরে গড়ে ৮০০ এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ৯৭০ হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় বছরে ১২৫০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে।

শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় ২০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ২ লক্ষ কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা এবং পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া। ২০০৭-০৮ সালে ২০৭১টি শিক্ষণ কেন্দ্র চালুসহ মোট ৪,০০০ শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ কার্যক্রম চলছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি সংবিধান-স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার। এ মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সারণি ১২.৩-এ ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা দেখানো হ'লঃ

সারণি ১২.৩ ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২১.০	১৯.৯	১৯.২	১৯.০	১৮.৯	২০.১	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২০.৬
	শহর	১৬.২	১৪.০	১৩.৮	১৩.৭	১৩.৬	১৬.৬	১৭.৯	১৭.৮	১৭.৮	১৭.৫
	পল্লী	২৪.৫	২১.০	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২১.০	২১.৭	২১.৬	২১.৭	২০.৭
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৫	৪.৮	৫.১	৪.৯	৪.৮	৫.১	৫.৯	৫.৮	৫.৮	৫.৬
	শহর	৪.২	৩.৭	৩.৫	৩.৫	৩.৪	৩.৮	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪
	পল্লী	৬.৫	৫.৪	৫.৪	৫.৩	৫.২	৫.৪	৬.২	৬.১	৬.১	৬.০
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৭.৬	২৭.৬	২৭.৭	২৭.৭	২৫.৮	২৫.৬	২৫.২	২৫.৩	২৩.০	২৩.৪
	মহিলা	২০.০	২০.২	২০.৩	২০.৪	২০.৪	২০.৬	২০.৪	১৯.০	১৭.৯	১৮.১
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৪৯১৫	৪৬৭১	৪৪৩৯	৪২১৮	৩৮১১	৩৫৯০	৩৫৩২	৩১৩৭	৩২৬১	৩১১০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬০.১	৬১.৫*	৬২.৭*	৬৩.৬*	৬৪.২*	৬৪.৯*	৬৪.৯	৬৫.১	৬৫.২	৬৫.৪
	শহর	৬২.৩	৬৩.২	৬৪.২	৬৫.৩	৬৬.৪	৬৭.২*	৬৭.৬	৬৭.৮	৬৭.৯	৬৮.০
	পল্লী	৫৯.৪	৬০.২	৬১.১	৬২.১	৬৩.২	৬৪.৪*	৬৪.৩	৬৪.৩	৬৪.৫	৬৪.৬
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, <১ বছর প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৬০	৫৭	৫৯	৫৮	৫৬	৫৩	৫৩	৫২	৫০.০	৪৫.০
	শহর	৪৯	৪৭	৪৬	৪৪	৪৩	৩৭	৪০	৪১	৪৪.০	৩৮.০
	পল্লী	৬৯	৬৬	৬৩	৬২	৬০	৫৭	৫৭	৫৫	৫১	৪৭.০
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৮.২	৬.৩	৫.৭	৪.২	৪.১	৪.৬	৪.৬	৪.৫	৪.১	৩.৯
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩.৫	৩.০	৩.২	৩.২	৩.২	৩.৯**	৩.৮	৩.৭	৩.৪৮	৩.৩৭
	শহর	৩.১	২.৯	২.৬	২.৬	২.৬	২.৭**	২.৭	২.৫	২.৭৫	১.৯৬
	পল্লী	৩.৮	৩.৪	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৪.২**	৪.০	৩.৯	৩.৫৮	৩.৭৫
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫০.৯	৫১.৫	৫৩.৬	৫৩.৬	৫৩.৯	৫৩.৪	৫৫.১	৫৬.০	৫৭.০	৫৮.৩
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.১	৩.০	২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৪৬	২.৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

* সমন্বয়কৃত

** আইসিডি'র ১০রিভিশন অনুযায়ী।

স্বাস্থ্য সেবা

জনগনের গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাসকরণ, পুষ্টিমান বৃদ্ধি ও সাধারন রোগের চিকিৎসার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় একীভূত করে ১৯৯৮-২০০৩ মেয়াদে প্রথম "স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (Health & Population Sector

Programme (HPSP)"- শীর্ষক একটি সমন্বিত ও খাত ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার প্রনীত "দারিদ্র বিমোচন কৌশল", জাতিসংঘের "সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জন এবং জনগনের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৩-২০১০ মেয়াদে মোট ৩২৪৫০.৩০ (জিওবি ২১৬৫৬.৮০+প্রঃসাঃ ১০৭৯৩.৫০) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি' (Health, Nutritution & Population Sector Programme-HNPSP) বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ।

স্বাস্থ্য খাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান সংস্কার কার্যক্রমগুলো হলোঃ

১. সেক্টর ভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে শক্তিশালী করা ও স্বাস্থ্য সেবায় নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তোলা;

২. সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে বহুমুখীকরণের পথ প্রশস্ত করা;

৩. হেল্‌থ এডভোকেসী এবং মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচারের মত কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সৃষ্টি করা।

সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সমস্ত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে সেগুলো হলোঃ

- সামর্থহীনদের জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে প্রদান;
- শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা;
- দারিদ্র পীড়িত ও নিম্নস্বাস্থ্য সূচকের জেলাগুলোতে অধিকতর সম্পদ বন্টন;
- সরকারি ভাবে যে সমস্ত স্থানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহায়ক অবস্থানে নেই সেখানে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান (দুর্গম দ্বীপ, হাওর ও পাহাড়ী অঞ্চল, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল);
- দরিদ্র মায়েদের জন্য ভাউচার স্কীম প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব ও প্রসূতি পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টি;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, অপচয় রোধ ও দক্ষতা সৃষ্টি;
- নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রন ও আইনের অনুশাসনের আওতায় চিকিৎসা পেশার গুনগতমান ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি।

২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৭৫.১৮ (জিওবি ৯২৯.৯২+প্রঃসাঃ ১৩৪৫.২৬) কোটি টাকা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উন্নয়ন খাতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (HNPSP), ৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১৩টি চলতি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ ২৩৬২.৯৭ (জিওবি ৯০০.৪০+প্রঃসাঃ ১৪৬২.৫৭) কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের চাইতে ৮৭.৭৯ কোটি টাকা (অর্থাৎ ৩.৮৬%) বেশী।

স্বাস্থ্য সেবা

দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ ৯ জন চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে সকল প্রকার রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ সীমিত আকারে সার্বক্ষনিক বিশেষায়িত সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা অব্যাহত আছে । এ ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রায় ২৭০০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী রোগ প্রতিরোধমূলক ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, গলগন্ড রোগ নিয়ন্ত্রন, ভিটামিন "এ" এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ, ক্রিমিনাশক ঔষধ বিতরণ কর্মকান্ড সহ ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

সম্প্রতি দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ে উক্ত এলাকার মোট ২১ টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় মোট ৬৯০টি মেডিকেল টিম কাজ করেছে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ সর্বমোট ১২০৪ জন চিকিৎসক এবং ১০০ জন নার্স কাজ করেছে। এছাড়াও ২৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ৯২টি মেডিকেল টিম এবং ৭টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টার থেকে ৪০টি মেডিকেল টিম কাজ করেছে। ফলে সিডর পরবর্তী সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে ।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্জ্য আহরণ, পরিবহণ ও চুড়ান্ত অপসারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সহযোগিতায় জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করছে। এছাড়া, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সাথে সংগতি রেখে খসড়া হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ের মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ১৩৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে এই কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তর্গত ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষ্মা ও হেপাটাইটিস-বি রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ইপিআই-এর সবগুলো টিকাপ্রাপ্তির কাভারেজ বর্তমানে ৮১.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তম্মধ্যে বিসিজি- ৯৮.৩ শতাংশ, ডিপিটি (৩)- ৯১.১ শতাংশ, পোলিও (৩)- ৯২ শতাংশ, হেপাটাইটিস-বি (৩)- ৮৩.৭ শতাংশ, হাম- ৮২.১ শতাংশ (CES 2006 & BDHS 2007)। দেশকে পুনরায় পোলিও মুক্ত অবস্থানে আনার জন্য ১৬তম জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে।

প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগনের অধিকতর হারে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং মানব সম্পদের উন্নয়নসহ সার্বিক ভাবে মানুষের জীবন যাত্রা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. দেশের ৬৪ জেলায় ও ১৩ টি মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট চালু করার নিমিত্তে (এসিড) বার্ন এর চিকিৎসার উপর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
২. ম্যালেরিয়ার গ্লোবাল ফান্ড ৬ষ্ট রাউন্ড এর অর্থ পাওয়া গেছে এবং ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ১৩টি জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
৩. ২০১৫ সালের মধ্যে কালাজ্বর নির্মূলে ইতোমধ্যে ৬টি জেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
৪. ফাইলেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে এন্টি ফাইলেরিয়া ঔষধ সেবন করানো হয়েছে, ৫ হাজার লোকের হাইড্রোসিল অপারেশন এবং প্রায় ২০ হাজার ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত বিকলাঙ্গ রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়েছে;
৫. দুর্যোগ ও এভিয়েন ফ্লু মোকাবেলার জন্য ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (পিপিই) সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়েছে;
৬. দেশের সমস্ত জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ডটস্ কেন্দ্রে বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা প্রদান ও সম্পূর্ণ কোর্সের ঔষধ ফ্রি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ৯২ শতাংশ রোগীকে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে এবং যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুর হার ৭৬/১০০,০০০ (১৯৯০ সাল) থেকে ৪৭/১০০,০০০ এ কমিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে। উল্লেখ্য মেডিকেল কলেজ, জেলখানা, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, পুলিশ, বিডিআর ও মিলিটারী হাসপাতালে ডটস্ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
৭. ১৪৬টি উপজেলায় বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
৮. ৪৫টি জেলার ১৪৫টি ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সম্পর্কিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

সরকার HNPSP এর আওতায় Demand Side Financing (DSF) এর অংশ হিসেবে Maternal Health Voucher Scheme এর কার্যক্রম শুরু করেছে। গরীব ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩৩টি উপজেলায় DSF মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম কার্যক্রম চলছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ভাউচার গ্রহণকারী মহিলাদের প্রদেয় সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১. স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে - ৭৫০/- টাকার প্যাকেজ সেবা প্রদান ;
২. জটিলতার চিকিৎসা ব্যয় - ২,০০০/- টাকা ;
৩. সিজারিয়ান অপারেশন - ৬,০০০/ - টাকা ;
৪. গর্ভবতী মহিলাদের যাতায়াত খরচ - ৫০০/- টাকা পর্যন্ত ;
৫. উপজেলা থেকে অন্যত্র রেফার করলে পরিবহন খরচ - ৫০০/- টাকা ;
৬. মা ও শিশুর জন্য Incentive (খাবার, তোয়ালে, সাবান) - ৫০০/- টাকা ;
৭. হাসপাতালের প্রসবকারী মহিলাকে ২০০০ টাকা Cash incentive প্রদান;
৮. মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ৬২০০০ জনকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে।

দেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ১৪ টি মেডিকেল কলেজে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষা বর্ষ থেকে ১৪২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সংস্থান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। নূতন নূতন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি পর্যায়ে আরো ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সহযোগী দক্ষ জনবলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে এদেশে বেসরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সূচনা হয়। ১৯৬৫ সালে সরকারি পর্যায়ে জোরালোভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরপর নানা পর্যায় অতিক্রম করেছে। ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করার হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশের তুলনায় ২০০৬ এ ৫৮ শতাংশে (BBS-2007) উন্নীত হয়েছে। মহিলা প্রতি মোট প্রজনন হার ২০০৬ এ ২.৪ তে নেমে এসেছে (BBS-2007)।

উল্লিখিত সফলতা সত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এবং পরিবেশ অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সরকার International Conferance on Population and Development (ICPD), PRS এবং MDG- এর আলোকে ২০০৪ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করেছে। জাতীয় জনসংখ্যা নীতির আলোকে প্রণীত চলমান HNPSP (২০০৩-২০১০ মেয়াদে) এর জনসংখ্যা বিষয়ক উদ্দেশ্য/লক্ষ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

- মোট প্রজনন হার (মহিলা প্রতি) ৩.০ থেকে ২.২ এ নামিয়ে আনা;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৫৮ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে উন্নীত করা;
- মাতৃমৃত্যু হার ৩.২ থেকে ২.৪ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- নবজাতকের মৃত্যুর হার ৬৫ থেকে ৩৭ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- ৫ বছরের নীচে নবজাতকের মৃত্যুর হার ৮৮ থেকে ৫২ এ নামিয়ে আনা (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে);
- ২০১০ সাল নাগাদ NRR-1 অর্জন করা।

উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গৃহীত বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছেঃ

- মার্চ' ০৮ পর্যন্ত প্রায় ১০৬০ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) কে মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরো ১৯৯ জন প্রশিক্ষণরত আছেন।

- মার্চ' ০৮ পর্যন্ত প্রায় ২,৮৭৯ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে কমিউনিটি ভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী (CSBA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং আরো ২০০ জন প্রশিক্ষণ প্রদান চলছে;
- বর্তমানে ৪১৭ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের MCH-FP ইউনিটে মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রায় ৩,৬২২ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও সারাদেশে প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে।
- ২০০৬-০৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ জন ডাক্তারকে অবস/গাইনীর উপর ও ১৪৩ জন ডাক্তারকে এনেসথেসিয়ার উপর ১(এক) বৎসর মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪০০ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ৬(ছয়) মাস মেয়াদী ওটি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ার-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য ৩৪ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার (ক্লিনিক) ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের Cervical Cancer Screening based on VIA method-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছেন;
- বর্তমানে ৭০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ও MCHTI আজিমপুর, ঢাকায় জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- Violence Against Women-এর উপর ২২ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। Youth Friendly Service-এর উপর ৩৭ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে প্রশিক্ষণ এবং Male Service-এর উপর ১৫ জন ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২২৩ জন ডাক্তার ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমন, গর্ভপাত পরবর্তী সেবা, সংক্রমন প্রতিরোধ ও HIV/AIDS এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে পুরুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনএসভি (NSV:No-scalpel Vasectomy) জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতির আলোকে 'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়' স্লোগানটির বার্তা এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির উপর উপজেলা পর্যায়ে প্রচারনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বিলম্বে বিবাহের প্রচারনার জন্য ম্যারেজ রেজিস্টারদের জন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে জেলা পর্যায়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা সম্পাদন করা হয়েছে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

জেলা, থানা ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পানা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলকে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করাই জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর মূল উদ্দেশ্য। জুলাই ২০০৬-মার্চ ২০০৮ সময়কালে নিপোর্ট ২০টি গবেষণা/সার্ভে ও মূল্যায়ণ কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। একই সময়ে নিপোর্ট জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের ৪০,০৪১ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পুষ্টি

অপুষ্টি আমাদের দেশে একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা এবং অসুস্থতার কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিবিএস-ইউনিসেফ কর্তৃক ২০০৩-০৪ সালে পরিচালিত জরিপের (LBW Survey) তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী (৩৬%) শিশু ২.৫ কেজির কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাংলাদেশে একজন গর্ভবতী মহিলার ওজন বৃদ্ধিপায় ৫ কেজি; যার আদর্শ মাপ ১০-১২ কেজি হওয়া উচিত। জন্মওজন কম হওয়া থেকে শুরু হয় অপুষ্টির চক্র। একজন কম জন্মওজনের মেয়ে শিশু বড় হয় অপুষ্টি নিয়ে, এমনকি বয়:প্রাপ্ত হলেও সে অপুষ্টির শিকার থেকে যায় এবং

পরবর্তীতে জন্ম দেয় একটি অপুষ্ট শিশুর । সামাজিক অব্যবস্থা, পারিবারিক খাবারের বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থার অবনতি ঘটায়।

শিশু ও মহিলাদের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (HNPSP) আওতায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (NNP) বর্তমানে দেশের ৩৪টি জেলার ১০৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে ৯টি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এনএনপি-র মূল কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: (ক) আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি); (খ) প্রশিক্ষণ; (গ) জন্মওজন গ্রহণ ও নিবন্ধন (ঘ) ২ বছরের কম বয়সী শিশু ও মহিলাদের ওজন পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন; (ঙ) মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা ২ বছরের কম বয়সী শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের (বিএমআই <১৭.০) সম্পূরক খাবার প্রদান (চ) অনুপুষ্টি (ভিটামিন 'এ' ও আয়রন ফলেট) সম্পূরণ (ছ) কিশোর-কিশোরী ও নবদম্পতি ফোরাম পরিচালনা ইত্যাদি। এছাড়া শ্বশুর- শাশুড়ী ও গর্ভবতী মহিলাদের স্বামীদের নিয়েও ফোরাম পরিচালনা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টিবাগান, হাঁস-মুরগি পালন এবং ভিজিডি-এনএনপি বাস্তবায়ন সহায়তা কর্মসূচিও এনএনপি'র অন্যতম প্রধান গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত।

গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সমাজের সমর্থনে গড়ে প্রতি ১২০০ জনসংখ্যার জন্য একটি 'সামাজিক পুষ্টি কেন্দ্র (সিএনসি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা একজন মহিলা 'সামাজিক পুষ্টিকর্মী' এই কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। ২৩২৪৬ 'সামাজিক পুষ্টিকর্মী (সিএনপি)', ২৩৭৮ জন 'সামাজিক পুষ্টিসংগঠক (সিএনও)' এবং ৫৮৪ জন ফিল্ড সুপারভাইজার মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। উপজেলা ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা এবং এনএনপি'র কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এ সকল মাঠকর্মীরা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ জনগণ, পুষ্টিকর্মীদেরকে সহায়তা এবং কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সামগ্রিক নির্দেশনা দান করে কর্মসূচি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

নার্সিং সেবা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯৭৭ সালে একটি স্বতন্ত্র সেবা পরিদপ্তর গঠন করা হয়। এর অধীনে মোট ৩৮টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট, একটি আমর্ড ফোর্সেস নার্সিং ইনস্টিটিউট ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউট বিদ্যমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মোট বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউট-এর সংখ্যা ৫৭ টি। নার্সিং-এ স্নাতক শিক্ষার জন্য একটি সরকারি ও ০৩টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ বিদ্যমান আছে। এ ছাড়াও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নার্সিং এ স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমান ইনস্টিটিউট-এর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নতুন করে সরকারি পর্যায়ে ১১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এর নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন রয়েছে। বগুড়ায় ১টি নার্সিং কলেজের নির্মাণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া খুলনা ও চট্টগ্রামে আরও ২টি নার্সিং কলেজ নির্মাণাধীন রয়েছে। বিদ্যমান নার্সিং ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম আরও গ্রহণযোগ্য ও সেবার মান আরও অধিকতর উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান শিক্ষা কারিকুলাম সংশোধন করা হয়েছে। মোট ৩৮৯৭ জন নার্সকে বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশে বর্তমানে খুবই উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। সর্বমোট ২৩৯টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ১৭৪৩৩ ব্রান্ডের ৪৭০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৬ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় আইনগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রাচ্যের স্বদেশজাত শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮২ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৬৭টি দেশে রপ্তানি হয়ে আসছে এবং এ সুবাদে বাংলাদেশ ঔষুধ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের বাজারজাতকৃত সকল ঔষধের উৎপাদন, আমদানী, বিক্রয়, বিতরণ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত।

ঔষধের নমুনা পরীক্ষা/বিশ্লেষণের জন্য বর্তমানে ২টি সরকারি ঔষধ পরীক্ষাগার রয়েছে। বিগত ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের সরাসরি রাজস্ব আয় (বিভিন্ন ফিস বাবদ) ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অর্থ অনুদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অত্র সমীক্ষার ১৪ নং অধ্যায়ে উপস্থাপিত 'বেসরকারি খাত উন্নয়ন'- শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেখা যেতে পারে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী। তাঁদের মূল স্রোতের বাইরে রেখে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি থেকে নারী-পুরুষের অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এর আওতায় এদেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি গৃহীত হয়েছে। শিশু অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ২০০১-১০ সালকে 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য তৃতীয় জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০০৫-১০) প্রণয়ন করা হয়েছে।

নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের তিনটি অধীনস্থ সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (VGDUP), খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন (VGD), বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি (২য় পর্যায়), শিশু বিকাশে প্রাক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ছিন্নমূল মেয়ে শিশুদের নিরাপদ আবাসন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, সেলাই মেশিন বিতরণ ও বিধবা ভাতা কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে নারী ও শিশু উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪১২টি উপজেলায়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ৪৮টি উপজেলায় এবং শিশু একাডেমী ৬৪টি জেলায় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মহিলাদের জন্য বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্যঃ

- রাজশাহী ও দিনাজপুরে অবস্থিত মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের মহিলাদের হস্তজাত ও কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্র ২টিতে যথাক্রমে ২০০ ও ৩০০ জন মহিলা আবাসিক সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও ৫টি বিভাগীয় শহরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট ৩৩৬ জন মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গ্রামীণ এলাকার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদেরকে ভাতা বিতরণের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভাতা ভোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ১৯৮.০ কোটি টাকা থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ৯৯.০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত মোট ৫১,৫৭৫ জন মহিলাকে ক্ষুদ্রক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।
- হতদরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার সুবিধাভোগীদের প্রতিমাসে ৩০ কেজি গম/২৫ কেজি আটা প্রদান করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতে ৪১১.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
- ঢাকায় ৩টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর জেলায় ১টি করে মোট ৭টি হোস্টেলের মাধ্যমে বর্তমানে মোট ১৩৪৮ জন কর্মজীবী মহিলাকে আবাসন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও সিলেট ও বরিশালে আরো ২টি হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মহিলাদের নিশ্চিন্তে দিবাকালীন সময়ে কাজ করার সুবিধার্থে কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকা শহরে ১৩টি এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে আরও ৫টিসহ মোট ১৮টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১৪৪০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মহিলা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে দুঃস্থ, অসহায় ও নির্যাতিতা নারীদের কাউন্সেলিং, মা ও শিশুকে সহায়তা কেন্দ্রে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, বেকার মহিলাদের চাকুরীর সুবিধা প্রদান এবং নিম্ন আয়ভুক্ত মহিলাদের তৈরী পণ্য প্রদর্শনী ও বাজারজাতকরণের কর্মসূচি অব্যাহত আছে।
- লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ও পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- জাতীয় মহিলা সংস্থা দেশের দরিদ্র ও বেকার মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক, চামড়াজাত শিল্প, খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ, কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা তার 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' এর মাধ্যমে কাজ করছে। এ ছাড়া মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ সংস্থা মানব সম্পদ উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে জাতীয় মহিলা সংস্থা দেশব্যাপী তার ৪৮টি উপজেলা শাখার

মাধ্যমে নিরক্ষর মহিলাদের অক্ষর জ্ঞানদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, আইনগত অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে।

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ ও আধুনিক মানব সম্পদের শক্ত ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০০৬-০৭ এর এডিপি'তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৫টি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল প্রায় ৮১.৪০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ১০৬.৪৭ শতাংশ। চলতি ২০০৭-০৮ এর সংশোধিত এডিপি'তে এ মন্ত্রণালয়ের ২৩টি প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৯.৪৩ কোটি টাকা এবং মে ২০০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৫.৮৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮২.৯২ শতাংশ।

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় কিশোর অপরাধ দূরীকরণ, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত ও দাবীদারবিহীন নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমসমূহকে প্রধানতঃ সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম, পরিবেশ ও বন, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছেঃ

সামাজিক সংহতি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমঃ সামাজিক সংহতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি অন্যতম। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা ও শহরে সমাজ সেবা অধিদপ্তর পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম (আরএসএস), শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (ইউসিডি), পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (আরএমসি) এবং এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ৪টি কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। এ কার্যক্রমসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭৭.৭৬ কোটি টাকা হলেও পুনর্বিনিয়োগসহ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৭১৮.৫৮ কোটি টাকা। একইভাবে ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের পরিমাণ ৬১৬.৫৭ কোটি টাকা এবং গড় আদায়ের হার প্রায় ৮৬ শতাংশ। এ ৪টি কার্যক্রমের অধীন ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট ২৯,৮৪,৭১৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। শুরু থেকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐ একই সময়ে উপকৃতের সংখ্যা ২৫,৯৯,২৯১ জন। সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিত উপকৃতের সংখ্যা ৩৭,৫৮,৫২৭ জন। সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে ২১,০৮,৫৭৩ জনকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে ২৫,৫০,১৯৫ জনকে। ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ২৬,৪১,০২১ জনকে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির জন্য ৪৪৮.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ফলে ১৭ লক্ষ ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন প্রতি মাসিক ২২০ টাকা হারে চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২.০ লক্ষ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীর মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে ৫২.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ এতিম শিশুদের জন্য ৮২টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,০৭৫ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে

পরিচালিত নিবন্ধনকৃত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৬০০ টাকা হারে ৪২,২০০ জন এতিম শিশুর মধ্যে ৩০.২৪ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনকৃত সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ পরিষদ ডিসেম্বর, ০৭ পর্যন্ত ৪৮,৬৩৫টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করেছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিপুল সংখ্যক অপরাধপ্রবন কিশোর/কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১১,৭৬৮ জন। এছাড়া জয়পুরহাট জেলায় আরও ১টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ১৯০০ জন। শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ সমস্ত অশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে শুরু থেকে এপর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪৯,০২৬ জন।

যুব ও ক্রীড়া

যুব ঃ মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল বাহন হচ্ছে দেশের যুবশক্তি। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত প্রায় ২৯ লক্ষ যুব ও যুবমহিলাদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবক-যুবমহিলাদের মধ্যে থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২৪ হাজার যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচিতে সৃষ্টিলগ্ন থেকে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৩০ হাজার জন উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৭৭৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

যুব কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০ একর পর্যন্ত খাস ও বদ্ধ জলাশয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত যুব সমবায় সমিতিকে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১২,৬১৩টি জলাশয় যুব সমবায় সমিতিসমূহকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। জলাশয় ইজারা বাবদ প্রাপ্ত ৩৯ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৭৬,৫৯৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলত একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র । এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৮৬৪২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় 'আঞ্চলিক যুবকেন্দ্র' স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৩৪৮৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট ৬৯টি যুব সংগঠনকে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান দেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর, ০৭ পর্যন্ত মোট ৭৭৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বিতরণ এবং ৬৭০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৮৬ শতাংশ।

ক্রীড়াঃ সুস্থ ও সবল মানব সম্পদ সৃষ্টিতে ক্রীড়ার অবদান অনস্বীকার্য। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সরকার দেশে খেলাধূলার সুবিধাদি সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ৪টি প্রকল্পের জন্য ১০.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রতিভাবান খেলোয়ারদের পরিচর্যা ও যোগ্য প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ তৈরীর অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীনে ১৯৮৩ সালে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) যাত্রা শুরু করে। বিকেএসপি একাগ্রতার সাথে উচ্চমানের খেলোয়ার তৈরীর কাজে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগীয় সদরে বিকেএসপি-এর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মানের জন্য বাস্তবায়নাধীন ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষতঃ ক্রিকেটে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আগামী ২০১১ সালে এশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সাথে যৌথভাবে আয়োজন করার মর্যাদা লাভ করেছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় যাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন, কপিরাইট অফিস, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং রাংগামাটি, বান্দরবান ও বিরিশিরি উপজাতীয় ইনস্টিটিউটসমূহ সারা দেশে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিয়োজিত।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রতিবছর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রতিবছর সংগীত, গবেষণা, অর্থনীতি ও সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের সাথে সাম্প্রতিক সমঝোতার লক্ষ্যে বিশ্বের ৩৮ দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি ও ৮টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি রয়েছে। এ চুক্তির আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল, শিল্পী, ছাত্র, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সংস্কৃতি খাতের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখা ও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৫২.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১১.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২২ শতাংশ।

UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে বাংলাদেশের সাফল্য লক্ষ্যণীয়। পর পর পাঁচবার বাংলাদেশ মধ্যম পর্যায়ের (Medium Human Development) দেশ হিসেবে শ্রীলংকা ও ভারতের ন্যায় স্থান করে নিয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ বাস্তবমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলেই এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মানব কল্যাণের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্থিরকৃত অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ যথাসময়ে অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।